গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

বিষয় ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৪৬তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান ঃ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ।
তারিখ ঃ ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠকরে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

ক্র.নং	আলোচ্যসূচী ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। তবে সরকারের প্রতিপক্ষের আবেদনের ফলে ১৩/১২/২০১৭ তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা জারি করা হয়েছে। মামলাটির স্থিতাবস্থা বর্তমানে চলমান। সার্টিফাইড কপি উত্তোলনের তারিখ ২৮/০৩/১৮।	প্রতিপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা।
২।	সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৩ একর জমির জাল দলিল সংক্রান্ত দুদক এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) এর বাদী/ তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করায় এবং মামলার সিডি না পাওয়ায় নিস্পত্তি করাও সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে আদালতকে অবহিত করে সিডি তৈরি করতে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জানান যে কোর্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক দুদকে পত্র দেয়া যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক আইনজীবী বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে দুদকে আবেদন জানাবে। সিডি তৈরীর জন্য বিজ্ঞ আদালতের অনুমতির প্রার্থনা করে মঞ্জুরী নিয়ে দুদককে আবেদন জানানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৩।	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার সিভিল আপীল নং-১/১২ মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত নিম্ন আদালতে মোকদ্দমাটি পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করলে সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। মামলাটির দেওয়ানী আঃ মোকদ্দমা নং-৩৩২/২০১৭ (দেঃ মোঃ নং-৬০/১৯৯১ হতে উদ্ভুত) নামে জেলা জজ আদালতে চলমান। মামলাটি সরকারের বিরুদ্ধে এসডি পর্যায়ে রয়েছে।	১/১২ এর রায়ের কপি উত্তোলন করে পাঠাবেন। জেলা জজ কোর্টের মামলা নং- ৩৩২/১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা।
৪	তফিজউদ্দিন গং ১৯৩৫ সালের দলিলমূলে মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকায়-১৭৩/০৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি রয়েছে। বর্তমানে মামলাটি ৬ষ্ঠ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ৬১৫/২০১৭ নং নতুন দেওয়ানী মোকদ্দমা নামে চালমান। মামলাটির খারিজের জন্য আবেদন করা হয়েছে। তারিখ এখনো জানা যায়নি।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট যথাসময়ে কোর্টে উপস্থাপন করতে হবে। মামলার পরবর্তী তারিখ জানাতে হবে ও মামলা কোন পর্যায়ে ও কোন কোর্টে চলমান আছে জানাতে হবে।	ঐ
৫	রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ নং- ১০৯৫/১২ দায়ের করেছেন। মামলাটি যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় আরজি খারিজের দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ। লীজমানি পরিশোধ করা হয়েছে এবং আদালতে দাখিল করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। সেন্টারটির নামে ৭২৬/২০১৪ একটি মামলা দায়ের হয়েছে। তবে এই মামলার বিবাদী হর্টিকালচার সেন্টারকে করা হয়নি। বিবাদী করা হয়েছে- ১। জেলা প্রশাসক, মহোদয় ঢাকা, ২।	সাভার কোর্টের মামলা নং- ৭২৬/১৪ তে ডিএই পক্ষভূক্ত হতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ও মামলাটি কোন কোর্টে চলমান জানাতে হবে।	ডিডি, মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

	সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাভার, ৩। কানুন গো, সাভার উপজেলা ভূমি অফিস, ৪। ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, বান্ধনিয়া ভূমি অফিস, সাভার। ভূমি অফিস থেকে জবাব দেয়া হয়েছে, সেই কপি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অতি সত্তর আমরা পক্ষভূক্ত হব। এ মামলার বাদী মোঃ নাসিম আহমেদ ও নাসিমা বানু, পিতা-মৃতঃ আব্দুল লতিফ রাজা মিয়া।		
৬	বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৬ দাগের ০.২১৭৫ একর ও ১২১০ দাগের ০.০৫২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ নোটিশ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই বগুড়া ১২১৬ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ ও ১২১০ দাগের জমির মালিকানা ১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। ১৮৪/১৪ মামলার বিপক্ষে জবাব দাখিলে পরবর্তী তারিখ ০৫/০৪/২০১৮। বাদী সরকার, বিবাদী মোঃ মাহবুবুল আলম এবং ১৮৫/১৪ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের পরবর্তী তারিখ ১৫/০৫/২০১৮। বাদী সরকার, বিবাদী খাইরুল ইসলাম গং। এছাড়া উক্ত দাগ দুটির জমির বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। মামলা দুটি এখনো কজ লিস্টে আসেনি। এ বিষয়ে সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ মামলার ০৭/০২/২০১৭ তারিখে সরকারের পক্ষে রায় হয়। রায়ের সার্টিফাইড কপি উত্তোলনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। রায়ের সার্টিফাইড কপি এখনো পাওয়া যায়নি।	(ক) বগুড়া আদালতে দায়েরকৃত ১৮৪/১৪, ১৮৫/১৪ মামলাদ্বয় স্থানীয়ভাবে চালানোর জন্য তৎপর থাকতে হবে। (খ) সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (গ) আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করবেন এবং ডিডি বগুড়াকে সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করার জন্য পত্র দিতে হবে।	ডিডি, ডিএই বগুড়া
৭	বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে ডিডি, ডিএই, বগুড়া সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া, দেঃ মোঃ নং-৪০৬/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৯/০৫/২০১৮। মামলাটি এসডি পর্যায় আছে। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/২০১৫ তারিখে ৫৪ এবং ২৯/০৯/২০১৬ তারিখের ১০৫ নং পরিপত্র অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, বগুড়া মহোদয়কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অত্র দপ্তর হতে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। কিন্তু খাদ্য বিভাগ ও বিএডিসি কোন প্রতিবেদন না দেওয়ায় জেলা প্রশাসক মহোদয় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছেন না।	(ক) আগামী সভার পূর্বে সকল ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসক, বগুড়া এর নিকট জমা দিতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসক, বগুড়া'র সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ডিডি, বগুড়া বিষয়টি ফলোআপ করবেন এবং বিএডিসি ও খাদ্য বিভাগ এর প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন।	(ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি (খ) ডিডি, ডিএই, বগুড়া।
৮	বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে ডিডি বগুড়া দেঃ মোঃ নং- ৬৬/৯৯ দায়ের করেন। ডিডি, ডিএই জানান যে, উক্ত মামলাটি খারিজ হওয়ার পর ১ম আপীলের নং ২৫৫/১৫ দায়ের করার পর হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতের ৬৬/৯৯ মোকদ্দমার নথি চাওয়া হয়েছে যা আদালতে দাখিল হয়েছে। এ ব্যাপারে হাইকোর্টের ওয়েবসাইট নিয়মিতভাবে চেক করা হচ্ছে এবং কোর্টের সংশ্লিষ্ট লোকজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। নিম্ন আদালতে মামলার কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। ওকালত নামা দেয়া হয়েছে। মামলাটি এখনো কজ লিস্টে আসেনি।	মামলাটি মেনশন করে কজ লিস্টে আনতে হবে। সংশ্লিষ্ট ডিএজি/এএজি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, বগুড়া।
৯	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক রানা আওয়ান গাজীপুর জেলায় যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। শুনানী পরবর্তী তারিখ- ০৮/০৫/১৮। তাছাড়া বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন সিপি-২৭৬৬/১৪ এ পক্ষভূক্ত হয়েছে। মামলাটি কজলিষ্টে আসে নাই। গেজেট সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।	(ক) গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির যুক্তি তর্ক উপস্থাপানসহ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (খ) বনশিল্প কপোরেশন হতে সংগৃহীত পরিত্যক্ত সংক্রান্ত গেজেট আদালতে দাখিল করার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার মৌচাক, গাজীপুর ও আইন অধিশাখা, ডিএই।
১০	গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩২ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২/৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়ায় ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং- ২২১/১৪ দায়ের করে। একই জালিয়াতির কারণে বন বিভাগ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারী ও জমা খারিজ বাতিলের জন্য এসি (ল্যান্ড) গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মিস মোকদ্দমা দায়ের করে। এ মোকদ্দমাটি রায়ের পর্যায়ে থাকলেও অতিঃ জেলা প্রশাসক রাজস্ব অফিসের নং- ১১৫/১৫ ও	(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), গাজীপুর কার্যালয়ে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) উক্ত ভূমি নিয়ে সৃষ্ট দেওয়ানী মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে। (গ) সম্প্রসারণ শাখা থেকে ডিসি ও ডিডি কে পত্র দিতে হবে।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টার

	১১৯/১৫ দায়ের করায় রায়টি স্থগিত রয়েছে। একই জমি নিয়ে এডিসি (রাজস্ব), গাজীপুর এ বেষ্টওয়ে গ্রুপ মিস মামলা নং-১১৯/১৫ ও ১১৫/১৫ দায়ের করেছে। ইতোমধ্যে বন বিভাগ দেঃ মোঃ নং-১২৩১/১২ দায়ের করেছে। এছাড়াও আরো ০৩টি মামলা এডিসি (রেভিঃ) অফিসে দায়ের করা হয়েছে। উক্ত ভূমি ডিএইকে হস্তান্তরের বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র রয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দাবী অনুযায়ী জমি অধিগ্রহনের জন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরের অনুকূলে ৩ কোটি সাড়ে ১৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তা এখনও পড়ে আছে। আবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পেন্ডিং আছে। মোকদ্দমার বিষয়ে যে কোন সহযোগিতার জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর অফিসে যুগ্ন-সচিব (আইন) মহোদয় যাবেন মর্মে সভায় জানানো হয়। তার খোজ নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া যায়।		
১১	ডিএইর অধিগ্রহনকৃত খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ী অংশের ২২.০০ একর জমি স্থানীয় জেলা পরিষদের সাথে চুক্তি থাকায় জেলা পরিষদ দখল করে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও আমলে নিচ্ছেন না বলে জানানো হয়। যুগ্ন-সচিব (আইন) জানান যে, এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণায়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (গেজেট) রয়েছে। তাই উক্ত গেজেট দেখে ডিএই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।	(ক) এ সংক্রান্ত আইন, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি পর্যালোচনা করে ডিএই প্রয়োজনে সম্প্রসারণ উইংয়ের সাথে পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) অধিগ্রহণ রেকর্ড সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান।
১২	(১২) আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারটি ১৯৫২ সন হতে কৃষি বাগান হিসেবে ডিএইর দখলে আছে। কিন্তু উক্ত জমি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয় এবং আরএস ও সিটি জড়িপে উক্ত জমি গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার, ঢাকা থেকে গৃহ গবেষণা কেন্দ্রের সাথে আলোচনা করার জন্য বলা হলেও গৃহ গবেষণা কেন্দ্র আলোচনা করতে চাচ্ছেন না। আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্ণিত সার্কুলার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিষয়টি প্রশাসনিক বিধায় আগামী সভায় কার্যপত্র থেকে বাদ দিতে হবে। (গ) ভবিষ্যতে জরীপে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার, ঢাকা
১৩	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর নিকট হতে বছর ভিত্তিক লীজ নিয়ে এবং প্রতি বৎসর লীজ নবায়ন করে গুলশান হর্টিকালচার পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজউক লীজ মানি গ্রহণ করার পর রাজউক লীজ নবায়ন করছে না। পরবর্তীতে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানানো হয়নি। উক্ত জমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে হস্তান্তরের জন্য আইন অধিশাখা হতে বেশ কয়েকটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনিক বিধায় সম্প্রসারণ উইং কর্তৃক একটি আধা-সরকারি পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা প্রয়োজন। লীজ নবায়ন করার জন্য রাজধীনী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	(ক) প্রশাসনিক উইং থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আগামী সভার আলোচ্যসূচি থেকে এটি বাদ যাবে।	ডিজি, ডিএই/সম্প্রসারণ উইং
১৪	(১৪) (ক) ডিএইর উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন। মামলাটি বর্তমানে এসডি পর্যায়ে রয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-৩০/৭/১৮। (খ) এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ-৩০/০৫/১৮। (গ) সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোকঃ নং-৫৯১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৭/২০১৮। মামলাটি এসআর, এডি পর্যায়ে রয়েছে।	(ক) মামলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (খ) নিয়োমিত আইজীবী সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সহযোগী বেসরকারী এ্যাডভোকেট নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) সরকারী আইনজীবীকে মামলায় সম্পৃক্ত করতে হবে।	ডিজি, ডিএই
১৫	ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী দোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করেন। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৬/০৬/২০১৮। মামলাটির বিবাদী পক্ষভুক্ত হয়েছে। উক্ত জমি কিভাবে পাওয়া গিয়েছে, তা ৫ম সাব জজ আদালতের ৫৪/১৯৭৪ মোকদ্দমার রায়ে উল্লেখ আছে। রায়ের কপি উত্তোলন করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের কপি জমা দিতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ঢাকা।

১৬	ধোলাইপাড় বীজাগারের জমির সিটি জরীপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৭/০৫/২০১৮।	শুনানীর নির্ধারিত দিনে বিজ্ঞ জিপিসহ ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করত হবে এবং এ বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ঐ
১৭	ডিএইর ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা মৌজার ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৫/০৫/২০১৮। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তা অধিগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকতা মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবর পাঠিয়েছেন। প্রস্তাবের কোন অগ্রগতি নাই।	(ক) দেঃ মামলাটি মোকাবেলার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) সম্প্রসারণ উইং ও ডিএই জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর এলএ শাখার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	ক. সম্প্রসারণ উইং খ. ডিজি, ডিএই গ. ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
১৮	ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ দখলে নেই। ইতোপূর্বে কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর উচ্ছেদের পত্র দেয়া হয়েছে।	জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
১৯	ডিএইর মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ০.০৮ শতক জমি মুন্সীগঞ্জ বার সমিতি অবৈধভাবে দখলে নেয়ার জন্য মামলা দায়ের করলে মোকদ্দমায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং- ৩০৩/১৬ দায়ের করেন। মামলাটি জেলা জজ আদালত, মুন্সিগঞ্জ হতে জেলা জজ আদালত, ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। বিগত ২২/১/১৮ তারিখে বাদীপক্ষ সময়ের জন্য আবেদন দিয়েছেন এবং ৪/৪/১৮ তারিখ আদালত অনুপস্থিত ছিল। মামলাটির পরবর্তী তারিখ- ০৭/০৫/২০১৮। বর্ণিত মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবী অনীহা প্রকাশ করেছে, তবে বেসরকারি আইনজীবী ড. মোঃ জামিরুল আক্তারের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	বর্ণিত মোকাদ্দমাটি পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।	১। ডিডি, ডিএই, মুন্সীগঞ্জ ২। ইউএও, সদর, মুন্সীগঞ্জ।
২০	ডিএইর মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের ০.০৮ একর জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৩৭৯/১৬ (পরিবর্তিত) দায়ের ডিএই করে। যার বাদীর স্বাক্ষীর জেরার তারিখ-৩০/০৪/১৮। এছাড়াও বিবাদীর উচ্ছেদ-৮৭৮/১৩ নং উচ্ছেদের মামলা চলমান আছে। এ মামলার বদীর স্বাক্ষ্য ০৭/৫/১৮।	বিজ্ঞ জিপি/আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত শুনারীর ব্যবস্থা করতে হবে।	১। ডিডি, ডিএই, ঢাকা। ২। এমএও, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
২১	গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৩.২৯ একর জমি বিএস জরিপে ডিএইর নামে রেকর্ড হয়েছে। প্রায় ১৫.৯৪ একর জমি ভিন্ন নামে রেকর্ড হওয়ায় মোট ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হয়। উক্ত আপত্তির মধ্যে ৩৬টির আদেশ সরকারের পক্ষে হয় এবং ৬২ টির আদেশ সরকারের বিপক্ষে হয়। সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে আপীল দায়ের করা হচ্ছে বলে জানান। ইউএও জানান, প্রায় ১৫.৯৪ একর জমি ভিন্ন নামে রেকর্ড হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিধি ৪২ (ক) মোতাবেক জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর জোন, রংপুর বরাবরে ইউএও দপ্তর স্মারক নং- ১১৮(১), তারিখ- ২৪/০৪/২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক ৪৭ (সাতচল্লিশ) টি আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে জেডএসও অফিসে যোগাযোগ করা হলে জানান যে, ৪২ (ক) বিধির আবেদন গ্রহণের শর্ত হলো জাল কাগজ/দলিল বা অজ্ঞতাপূর্ণ কোন ডকুমেন্ট এর মাধ্যমে রেকর্ড হয়ে থাকলে তার প্রমাণ পত্র দাখিল করতে হবে। এজন্য বর্তমানে জাল কাগজ/দলিল সংগ্রহের কাজ চলছে। এ মর্মে সভাপতি জানান জমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন জেডএসও দপ্তর পরিদর্শন প্রয়োজন।	(ক) আপীল দায়ের সম্পন্ন হলে মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত টিম জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর এর সাথে বৈঠক করবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে। (খ) আগামী এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে পত্র দিয়ে অগ্রগতি জানাতে হবে। (গ) জাল কাগজ/দলিল সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট জেডএসও অফিসে যোগাযোগ পূর্বক রেকর্ড সংশোধন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ও উপ-পরিচালক, গাইবান্ধা, ডিএই।
২২	ময়মনসিংহ টাউন মৌজার ডিএইর অফিস কাম বাসভবন নির্মাণের জন্য ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত জমির (০.৫২ একর) মালিকানা দাবী করে যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে দেঃ মোঃ নং-৩৬/১৪ সরকার কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে। সাক্ষীর তারিখ-১৬/৪/২০১৮। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২৮৫/১৬ মোকদ্দমার স্বাক্ষীর	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীসহ ডিএই'র কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এবং জিপিকে সহযোগিতা করে মামলাগুলি মোকাবেলা করতে হবে।	উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ

	তারিখ-২৫/০৭/১৮ ।		
২৩	উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দির .৩০ শতক জমির মধ্যে .০৫ শতক জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং-১৭৮০/১৫ সরকার পক্ষে জয়লাভ। এছাড়াও পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির মধ্যে ০.০২১০ একর জমির গেজেট পাবলিশ না হওয়ায় জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা সম্ভব হচ্ছে না। রায়ের কপি সংগ্রহের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। বেদখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর উচ্ছেদ মামলা দায়ের করা হয়েছে। যুগ্ম-সচিব (আইন) জেলা প্রশাসক, কুমিল্লার সাথে কথা বলবেন বলে জানান।	(ক) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর উক্ত জমির জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা করতে হবে। (খ) মোকদ্দমার রায় অনুযায়ী বেদখলীয় জমির দখল উদ্ধার করতে হবে। বেদখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর দায়েরকৃত উচ্ছেদ মামলার খোজ খবর রাখতে হবে। (গ) দেঃ মোঃ নং- ১৭৮০/১৫ এর রায়ের কপি উত্তোলন করে কপি অধিদপ্তরকে দিতে হবে।	ইউএও, দাউদকান্দী, কুমিল্লা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা।
২৪	লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএইর বিভাগীয় সম্পত্তির দলিল আছে। বিজাগারটি স্থাপিত হয় ২০১৩ সালে। প্রায় ৬০ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর বীজগারের জমি জেলা পরিষদ ১৮৯১ সালের এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে বীজগারের উক্ত কক্ষ জেলা পরিষদ স্থানীয় বণিক সমিতি লক্ষীপুরকে ইজারা প্রদান করায় বণিক সমিতি অর্ধেক অংশ (বীজাগার) দখল নিয়ে তাদের অফিস স্থাপন করে। বাকী অর্ধেক অংশ উপসহকারী কৃষি অফিসার বসবাসরত আছে। ইতোমধ্যে ইজারার সময় শেষ হলেও দখলকারীগণ কক্ষটি ছেড়ে দেয়নি। এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মো নং-৯৪/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৬/০৪/২০১৮। উপ-পরিচালক আইন অধিশাখা জানান যে, ১৮৯৪ এর আনা কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। তাই কিভাবে ১৮৯১ সালের অধিগ্রহণ কেশ জেলা পরিষদ দেখিয়ে জমি দাবী করে তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলএ কেসের ডকুমেন্ট দেখা প্রয়োজন। জেলা পরিষদের উক্ত এলএ কেসটি সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।	(ক) জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেলা পরিষদ লক্ষীপুর বরাবর ডিএই হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা পরিষদের এলএ কেসটি সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর লক্ষীপুর ও উপ-পরিচালক, ডিএই, লক্ষীপুর
২৫	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক ব্যক্তি দেঃ মোঃ নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করেছেন। উক্ত মামলা শেষ হয়ে গেছে। ৩/১/১৭ তারিখে জমির সীমানা নির্ধারণ জরিপ করার জন্য আবেদন করা হয়। ৫১.২১ একর ভূমির নামজারী ও ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের জন্য আবেদন করা হয়। অধ্যক্ষ, এটিআই জানান যে, জমির সীমানা নির্ধারণ করা প্রযোজন। জৈনেক ব্যক্তি ২.৩৮ একর ভূমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ নং- ৯৩/২০১৪ দায়ের করেন। প্রথম শুনানীর তারিখ ছিল ২৪/০৭/২০১৭। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২২/০৪/২০১৮।	(ক) দেঃ মোঃ নং- ৯৩/১৪ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (খ) জমির সীমানা নিধারণ জরিপ বিষয়ে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
২৬	ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে এয়ারষ্ট্রীপ নির্মাণের জন্য ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর এবং পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহনপূর্বক ডিএইকে প্রদান করা হয়। বিএস জরিপে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৬.৫৮ একর ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও ডিসি, নোয়াখালী অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করেননি। জমি অধিগ্রহণ তদন্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক মহোদয় উপজেলা ভূমি অফিসারকে পত্র প্রেরণ করেছেন। তদন্ত প্রক্রিয়াধীন। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পুনঃ পরীক্ষা করে বিস্তারিত তথ্যসহ পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানায়। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয় ও ডিএই এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল নোয়াখালী সফর করেছেন। পরিদর্শন কালে জানান যে, আরো ২ একর জমির খোঁজ পেয়েছেন, যা নেয়া প্রয়োজন এবং প্রতিবেদন প্রেরণ করা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী মহোদয়কে ২ (দুই) একর জমির ব্যাপরে ২ বার পত্র লেখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায় নাই।	(ক) এ বিষয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে অধিশাখা তদবির করে প্রতিবেদন প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) কমিটির সুপারিশ অনুসারে জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা নিবে এবং মন্ত্রণালয় পুনঃ ডিসি'কে পত্র দিবেন।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী।
২৭	নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের জমির মালিকানা দাবী করে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর	আপীল মামলা-২/১৮ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী।

	রহমান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ এ সরকারের বিপক্ষে রায় হয়েছে। সরকার পক্ষে মাননীয় জজ আদালত নোয়াখালীতে দেওয়ান আপীল নং- ২/১৮ দায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ২২/০৪/২০১৮।		
২৮	টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির মধ্যে ৫.১৩ একর দখলে আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় আছে এবং কোন সংস্থাকে কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন। চূড়ান্ত রেকর্ড প্রিন্টের অপেক্ষায় আছে। ফাইনাল প্রিন্ট হওয়ার পর বেদখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করা হবে। হর্টিকালচার সেন্টারের ভিতর বিতর্কিত ৩১ শতাংশ ভূমি নিয়ে স্থানীয়ভাবে মীমাংসার চেষ্টা চলছে। তবে ফলাফল এখনো আশানুরুপ নয়। প্রক্রিয়া চলমান। সভায় জানানো হয় যে, জমি অতিরিক্ত বরাদ্দ করায় ডিএই এর জমি কম সম্পর্কে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	(ক) বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্টসহ রিপোর্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর বাদ পড়া জমির বিষয়ে ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে। (খ) বিতর্কিত ৩১ শতাংশ ভূমির স্থানীয়ভাবে মিমাংসা করতে হবে।	ওভারশীয়ার হর্টিকালচার সেন্টার ধনবাড়ী, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাংগাইল
২৯	ডিএই ফরিদপুর পাট সম্প্রসারণ অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ দায়ের করেছেন। মামলাটি হিয়ারিং করে এল.জি হয়েছে। মামলাটি পুনারয় রুজু করার প্রক্রিয়াধীন। সিপি'র জন্য আইনজীবী ছিল শিরিন আফরোজ। এ বিষয়ে ডিএই কর্তৃক দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে। এ মামলায় ডিডি ও জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর পক্ষভূক্ত হয়েছে। শুনানীর পরবর্তী তারিখ- ০৩/০৫/২০১৮।	(ক) সিপিএলএ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ১১/১৫ মোকদ্দমায় শুনানীতে সংশ্লিষ্ট জিপি/এজিপি এবং ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	ইউএও, সদর, ফরিদপুর ও উপপরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর
৩০	চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড হয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলার সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ২ বার বিবাদীর উদ্দেশ্যে নোটিশ জারী করা হয়। এ বিষয়ে ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে শুনানীর জন্য ২৮/০৩/২০১৮ তারিখ ধার্য থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৯/০৮/২০১৮ ধার্য করে।	(ক) জামিল উদ্দিন গং এর নামে কিসের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (খ) আদালত থেকে বন্দোবস্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম
৩১	ডিএইর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নূর আহম্মদ গং ৩১/২০০৪ অপর মামলা দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে তিনি ১ম আপীল-২১৫/১২ দায়ের করেন। বাদীপক্ষ পেপারবুক না দেয়ায় বিলম্ব হচ্ছে বলে জানান। ০৯/০৩/২০১৫ তারিখে ১৫ নং এজলাশ মহোদয় বাদীকে পেপার বুক তৈরি করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ১৪/০৪/২০১৬ তারিখে ২য় এজলাশ মহোদয় ২৪/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে পেপার বুক তৈরি করে জমা দেওয়ার জন্য শেষবারের মত সুযোগ দেন। ০৪/০৩/২০১৭ তারিখে মামলাটি পুনরায় ২য় এজলাশ মহোদয় হতে ১২/১২/২০১৭ তারিখের নির্দেশে ০৯/০৩/২০১৫ তারিখের আদেশ পুনরায় বহাল রাখেন।	মামলাটি নিয়মিত মনিটর করে সর্বশেষ অগ্রগতি এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৩২	বাশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির বিরুদ্ধে পূর্ব মালিকের ছেলে মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ দায়ের করেন। স্বপক্ষে মামলার কোন প্রকার রেকর্ডপত্র ছিল না এবং টাস্কফোর্সের নির্দেশনা মোতাবেক এলএ শাখা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, চট্টগ্রাম; জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম; উপজেলা রেজিস্ট্রি অফিস, বাঁশখালী ও সাতকানিয়ায় উক্ত জমির রেকর্ড পত্র একাধিকবার অনুসন্ধান করেও কোন রেকর্ড পত্র পাওয়া যায়নি। অপরদিকে মালিকানা দাবি করে মামলা দায়েরকারী দাতার ছেলের নিকট মালিকানার স্বপক্ষে সকল রেকর্ড পত্র হালনাগাদ আছে। মামলার মালিকের ছেলের সাথে আপোষ হয়েছে। জমির পূর্ব মালিক মৃত্যুর আগে ৪.৫ শতক জমি সার কাবলা দলিল করে দিয়েছে। এ্যাডভোকেট কমিশনের রির্পোট সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করায় সরকার পক্ষে উহার বিরুদ্ধে রিভিশন মোকঃ নং ৭৩/১৫ দায়ের করলে পুনরায় সরকারের পক্ষে রায় হয়। রায়ের কপি উত্তোলন করে ০৮/০৪/২০১৮ তারিখে	(ক) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুজে বের করতে হবে। (খ) দেঃ মোঃ ৪/১৫ এর সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে। (গ) সিআর মামলা ১৫৩/১৬ ও ২৩৪/১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ইউএও, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

	ডিএইতে প্রেরণ করা হয়েছে। সিআর ১৫৩/১৬ মামলা চলমান, আপোষ বাদীকে ভয় দেখানোর জন্য। অন্য একজন ব্যক্তি দলিল মূলে জমি দাবী করায় সিআর ২৩৪/১৭ মামলা দায়ের করা হয় তার বিরুদ্ধে। বিবাদী বিদেশে পালিয়ে আছে। ওয়ারেন্ট হয়েছে, পরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মামলার রায় হবে।		
৩৩	সিলেটে ডিএইর অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে। টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ২.০০ একর জমি ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ডিএই'র জমি জরিপ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে ডিএই/এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সরেজমিনে জমিটি পরিদর্শন করতে পারেন।	(ক) অধিগ্রহনের গেজেট সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে ডিএই'র জমি চিহ্নিত করতে হবে। (খ) মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে তদন্তদল সরেজমিনে পরিদর্শন প্রয়োজন হলে ডিএই মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করবে।	ডিডি, ডিএই, সিলেট।
৩৪	কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমি সংক্রান্ত সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টি রেকর্ড সংশোধনী জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে মোকদ্দমা নং- ১৬০০৮/১৪ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৬/০৬/২০২০, ৫১৭৫/২০১৫, ৫১৮১/২০১৫, ৫১৮৩/২০১৫, ৫১৮৪/২০১৫, ৫১৮৫/২০১৫, ৫১৮৭/২০১৫ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩০/০৪/২০১৮, ৮১৩০/২০১৫, ৮১৩১/২০১৫, ৮১৩৪/২০১৫, ৮১৮৬/২০১৫ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৩/০৬/২০২০ এবং ২৯/২০১৭ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৭/০৫/২০১৮। ইউএও নিজে মামলাটি পরিচালনা করেন। সংশ্লিষ্ট মামলা এবং জমির সকল ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।	সকল জমির ডকুমেন্ট দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।	ইউএও কাটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ
৩৫	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার ডিডি অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএইর নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। ডিএই প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ এর ৩১/১২/২০১৫ তারিখের ৫৪ সংখ্যক এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ-১ শাখা ২৬/০৭/২০১৬ তারিখের ৬৯৪ সংখ্যক পত্রের আলোকে উপপরিচালক, ডিএই, খুলনা বিগত ২৯/০৮/২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসক মহোদয় খুলনাকে দখলীর জমি বাস্তবায়নের জন্য পত্র দেয়। এছাড়া জমির বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ১১/১২/২০১৬ তারিখে উপপরিচালক, ডিএই, খুলনা সভা আহ্বান করে। কিন্তু মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর উপস্থিত থাকেনি।	(ক) আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৩১/১২/১৫ তারিখের ৫৪ এবং ২৯/০৯/১৬ তারিখের ১০৫ সংখ্যক জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর- এর সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্ভব হলে ০১ নং খতিয়ানে স্থানান্তর করতে হবে। (খ) মালিকানা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট খোজার জন্য ডিডি'কে পত্র দিতে হবে। (গ) ১৯৫৭-১৯৬০ পর্যন্ত দলিল ও এলএ কেস খুজতে হবে।	ডিডি, ডিএই, খুলনা।
৩৬	নরসিংদীর ও মাধবদী পৌরসভা ও মেহেরপাড়া ইউনিয়নে ডিএইর সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সৃষ্ট জলিতা নিরসনের লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করেন। এল.এ কেস নং- ১০৮/৬২-৬৩। পত্রিকায় ২১/০৪/১৯৮৫ইং তারিখের দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইউনিয়ন সীড স্টোর রিনোভেশনের বিজ্ঞপ্তিসহ প্লান আছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি ও নম্বর সংগ্রহ করে ডিএইকে অবহিত করা প্রয়োজন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লিখিত পরিপত্রের মর্মানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এল এ কেসের কপি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে পাঠাতে হবে। (গ) দরপত্রের কপি মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে দিতে হবে। (ঘ) হাইকোর্ট বিভাগের মামলা নম্বর ও অগ্রগতি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, নরসিংদী সদর এবং উপপরিচালক, নরসিংদী।
৩৭	যাত্রাবাড়ি প্লান্ট প্রোটেকশন গোডাউনের জমি সংক্রান্ত এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমি অধিগ্রহণের পর হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই এর পিপি গোডাউন/বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মামলা পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১১/১০/১৭ (এসডি)। সিটি জরীপ সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে দায়েরকৃত মামলা ৫৯১/১৩ এর পরবর্তী তারিখ ২০/০৯/১৭খ্রিঃ আবেদনের শুনানী। মালিকানার দাবীতে খোরশেদ আলম ৪৬৬/১৩ নং মামলা দায়ের করেছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/১৭খ্রিঃ (এসডি)। মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড পুনঃলিখন করা হয়েছে। এসি ল্যান্ড অফিসে ৭টি বোনাফাইড মিসটেক মামলার মধ্যে ৬টি মামলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পুনরায় এসি ল্যান্ড এর নিকট ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। একটিতে আদেশ হয়েছে। উচ্চ আদালতের	ক) মামলা সমূহের ফলো আপ করতে হবে। খ) এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর নথি তল্লাশি অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিতে হবে।	১। ডিডি, ডিএই, ঢাকা ২। এমএও, তেজগাঁও, ঢাকা।

	মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।		
	চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সরকার পক্ষে সহকারী জেলা জজ আদালতে বন্টননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৩/০৯/১৭ খ্রিঃ এস আর। জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এলএ কেস এর গেজেট এবং দখল হস্তান্তর পত্র আছে।	ক) মামলাটি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) পাট সম্প্রসারণের মিউটেশনকৃত জমির দখলদার উচ্ছেদের জন্য উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা।
৩৯	বেগমগঞ্জ উজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জমি ১ নং খতিয়ান হতে শুন্য খতিয়ানে দেওয়া হয়েছে। তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করেছে। মামলায় ডিসি'কে বিবাদী করা হয়েছে, কৃষি বিভাগকে বিবাদী করা হয় নাই। দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ ৯১/২০১৫ দায়ের করেছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২০/০৮/২০১৭ এডিআর। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে রেকর্ড সংশোধনের ৬২৪/১৫ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৩/০৮/২০১৭ খ্রিঃ কাগজপত্র দাখিলের জন্য।	ক) নতুন ২টি মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও উপ-পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী।
৪০	উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অযোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। দেঃ মোঃ নং-৮/১৪ দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৭/০৮/১৭খ্রিঃ। ০১/০১/১৯৬৩ খ্রিঃ তরিখে ০৯ শতক জমি দলিলমূলে পাওয়া গেছে। দাগ নং ১২০১৫ এর স্থলে ১২০১৬ লেখা হয়েছে। সলেনামার মাধ্যমে দাগ নম্বর সংশোধন করা হবে।	ক) কমল নগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার জমির সরকারী স্বার্থ বজায় রেখ সলেনামা করতে হবে। খ) বীজাগার সংস্কারের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, কমলনগর লক্ষীপুর ও উপপরিচালক, লক্ষীপুর
৪১	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার পাটাখাওরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ এর পরবর্তী তারিখ ২৩/০৩/১৭ খ্রিঃ। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ মামলা করা হয়েছে। গত ২৩/০৪/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। মামলা নং ১৭২/১২। পরবর্তী তারিখ ২৩/০৪/২০১৭ । ৭ টি উপজেলার এলএকেসের নম্বর সংগ্রহ হয়েছে। মধুপুর, সখিপুর, গোপালপুর ও ধনবাড়ি সীডষ্টোরের জমি বেদখল হওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়। মধুপুর উপজেলার নামজারীকৃত ৩৩ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বেদখল হয়েছে।রেকর্ডপত্র ও নামজারীর কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মধুপুর উপজেলার জমির রেকর্ড সংশোধনি মামলার ২৩/৫/১৫ তারিখের রায়ের কপি পাওয়া গেছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি দখলে রাখার জন্য এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্টাং বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে ও অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে ও ফলোআপ করতে হবে। গ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় জমির রেকর্ড সংশোধন ও নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘ) এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্ট বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য বছর ব্যপি ফল উৎপাদন প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ঙ) সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, বাসাইল, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল।
৪২	কালিয়াকৈর উপজেলার ৩১ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা করা হয়েছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/২০১৭ খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য। ৫ শতাংশ ভূমি বেদখলে আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। ২য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৩/১১/২০১৭খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, কালিয়াকৈর গাজীপুর
৩	গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভূক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তার ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গায় সীডষ্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এ সকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। সিএস ও আর এস পরচা সংগ্রহ হয়েছে। সালনা ও গাছার কাগজপত্র অনুসন্ধান চলছে। সরকার পক্ষে দেঃ মোঃ নং ২৪৭/১৫ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২০/০৯/১৭ জবাব দাখিলের জন্য।	ক) চান্দনা ও গাছা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/ বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে ইউএও নিজে যাবেন। খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমিরদখল উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। ডিডি গাজীপুর ব্যবস্থ নিবেন। গ) রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিতে হবে, এসি ল্যান্ড অফিসে যেতে হবে। দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, গাজীপুর, ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
	কাপাসিয়া, গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ ক) চাঁদপুর ইউনিয়নের জমিঃ এসএএও কোয়র্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা	ক) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জরুরী ভিত্তিতে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ	ইউএও, কাপাসিয়া, গাজীপুর

	হয়। মামলার পরবর্তী তারিখ ২১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ, সাক্ষীর জন্য। চেয়ারম্যান আপাততঃ কাজ বন্ধ রেখেছেন। খ) কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমিঃ এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে। মামলাটি আদালত পরিবর্তন হয়ে ৩য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মামলার তারিখ এখনও পাওয়া যায়নাই।	করতে হবে। গ) আদালতে খোঁজ নিয়ে ৩৮৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ জানাতে হবে।	
৪৫	এটিআই, শেরপুর এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। এর মধ্যে ২৮.৫১ একর এর গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয় নাই। গেজেট প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। ৭৩.৫ শতক জমি নিয়ে ২টি মামলা চলমান। ১৭ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৪১১/১২ মামলাটি সীফট হয়েছে। ৯/৩/১৬ তারিখ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ৫৬.৫ শতক জমি নিয়ে জেলা জজ আদালতে ৩০৪/০৭ নং বাটোয়ারা মামলা চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/০৮/১৭খ্রিঃ।	ক) মামলার যাথাযথ তদারকি করতে হবে। খ) ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-সচিব আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে। গ) দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) সার্ভেয়ার দিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
৪৬	চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর পাট সম্প্রসাণের ১৬ শতক জমি নিয়ে সহকারী জজ আদালতে টিএস- ২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৮/১৭খ্রিঃ সাক্ষির জন্য। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৫/১১/১৭.খ্রিঃ এসডি। দেঃ মোঃ ৯৮/১৫ দায়ের হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৮/০১/১৮ খ্রিঃ এডিআর।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, সদর, চুয়াডাঙ্গা।
৪৭	অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি, জানান যে, ডিএই রাঙ্গামাটির মোট জমির পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ২.৯২ একর জায়গা বেদখলে আছে, যেখানে অবৈধ স্থাপনা আছে। এখানে ৫ টি মামলা চলমান আছে। জমির নামজারি করার জন্য এসিল্যান্ড বরাবর আবেদন করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার হর্টিকালচার সেন্টার সমুহ এবং জেলা ও উপজেলার মোট ১৫.১৯একর জমি বেদখলে আছে। জেলা জজ আদালত রাঙ্গামাটি এর দেঃ আঃ মামলা নং ১৭/২০১২ এর রায়ের বিরুদ্ধে টেন্ডার নং ৮৭৯ দায়ের হয়েছে। কিন্তু উক্ত জমি বাদী দখল এবং ভবন নির্মানের চেষ্টা চালাচ্ছে। বনরুপা হর্টিকালচার সেন্টারের ১৫ শতক জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ১০৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/১০/১৭। একই সেন্টারের ২.৫ একর জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ৭৩/২০১২ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৪/১১/১৭ খ্রিঃ আপত্তি শুনানী। এডি অফিসের জমির উচ্ছেদ মামলা ১৯৫/১৩ এর রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। বাদী সিভিল আপীল নং ৩৮/২০১৭ দয়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ০৬/১১/১৭। বনরুপা হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল স্যুট মামলা নং ১৪৩/২০০৮ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/০৮/১৭ খ্রিঃ যুক্তিতর্ক। বালাঘাটা বান্দরবান এর মামলা নং ১৫৫/১২ এর পরবর্তী তারিখ ২৪/৮/১৭ খ্রিঃ।	ক) হর্টিকালচার সেন্টার বনরুপা এর জমিতে অবৈধ দখল ঠেকাতে উদ্যানতত্ত্ববিদ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবেন। অতিরিক্ত পরিচালক রাঙ্গামাটি এবিষয়ে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। খ) সিভিল আপীল মামলা নং ৩৮/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। গ) বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) ১৭/২০১২ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে টেন্ডার নং ৮৭৯ এর পরবর্তী সিভিল রিভিশন নং জানাতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি।
৪৮	হর্টিকলচার সেন্টার, নোয়াখালী এর ১৯৬৯ সনে কোলানাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং এল এ নথি ১২/৯২-৯৩ ও ২৭/৯৭-৯৮ মূলে যথাক্রমে ৩.২৬ একর ও ১.৯১ একর সাকুল্যে ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮.৪৬ একর হাল রেকর্ড হয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে। তবে দখলে ডিএই রয়েছে। ৩১ ধারা রায়ের বিরুদ্ধে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং ডিএই'র তথ্যে সামঞ্জস্য নাই বলে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ডিডি নোয়াখালীকে পত্র দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজন দেঃ মোঃ নং ১৭৮/১৫ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৩/১৭ খ্রিঃ।	ক) জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আইন অধিশাখার সহযোগিতা নিতে হবে। গ) মামলার জবাব দাখিল করতে হবে।	উপ-পরিচালক, নোয়াখালী এবং নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী।
৪৯	সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর চরচান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় স্থানীয় চেয়ারম্যান বাদী হয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১৭৯৫৫/১৪ নং মামলা দায়ের করেছেন। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-	ক) ৩নং মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের জমি ডিসির নামে, তা ডিএই এর নামে রেকর্ড করতে হবে। খ) রেকর্ডপত্র খোঁজা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) জমির সীমানা প্রাচির নির্মানের জন্য প্রাক্কলন	ইউএও সোনাগাজী, ফেনী ও উপপরিচালক,

	১০ শতক জমি কৃষি বিভাগের উপসহকারী কোয়ার্টার আছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা প্রয়োজন। ডিএই'র নামে নামজারি করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন গং বাদী হয়ে দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৭ দায়ের করেছে। পরবর্তী তারিখ ১৭/৮/১৭।	তৈরী করে পাঠাতে হবে। ঘ) দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৭ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ডিএই, ফেনী
৫০	এটিআই গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশন মামলাঃ আপীল মামলা নং ১/০৯ এর মূলনথি তলব করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ নথি তলব। বন্টননামা মামলা নং -১৬/১২ এর পরবর্তী তারিখ ২৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য। দখল উচ্ছেদের জন্য ১৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ মিস কেস ৯৬৮/২০১৩ দায়ের করা হয়।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ এটিআই, গাজীপুর
৫১	হর্টিকালচার সেন্টার গুলশান, ঢাকা ঃ সেন্টারের ২.০ একর জমির লীজ বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিসেম্বর/১১ পর্যন্ত লিজমানি দেয়া হয়। শর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হয়। গত ১৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ উপ সচিব (আইন) রাজউক বরাবর পুনরায় পত্র দেন। ২৮/০৯/১৬ তারিখে রাজউক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, কিন্তু তদন্ত হয় নাই।	ক) লীজ নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রাজউক এ যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা।
৫২	নাটোর সদর উপজেলার ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে হাইকোর্টে দায়েরকৃত সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত নাই। মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়া দরকার। ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে জনৈক ব্যক্তি সিঃ সহঃ জজ আদালত সদর নাটোরে দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী তারিখ ১০/১০/২০১৭ খ্রিঃ এসডি।	ক) সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর
৫৩	উপজেলা কৃষি অফিস জৈন্তাপুর, সিলেটঃ	ক) চলমান মামলাসমূহের বিস্তারিত তথ্য লিখিতভাবে জানাতে হবে।	
৫৪	উপজেলা কৃষি অফিস, সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জঃ নতুন একটি দেওয়ানী মামলা ১৪৮/২০১৬ দায়ের হয়েছে।	ক) দেঃমোঃ ১৪৮/২০১৬ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	

বিঃ দ্রঃ হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের অনলাইনে খোঁজ নেওয়ার জন্য **www.supremecourt.gov.bd** এই ওয়েব সাইটে খোঁজ নিতে হবে।

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
অতুল কৃষ্ণ মল্লিক
পরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন-৯১১১৭৩৮

স্মারক নং১২.০১.০০০৩.২৯.০৭.০২২.২০১২(১)- ৫৫৯২/১(৮০) তারিখঃ ১৪/৫/২০১৮

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ</u>

১। পরিচালক, সরেজমিন/ হর্টিকালচার/ প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ ক্রপস/সংগনিরোধ/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (সকল)।

৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/ শেরপুর/ শিমুলতলী, গাজীপুর।

৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ গাজীপুর/ বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/ খুলনা/ ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ/ গাইবান্ধা/ কুমিল্লা/ চুয়াডাঙ্গা/ নোয়াখালী/ লক্ষ্মীপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল।

৫। প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক (লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস) , প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাক।

৭। উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, নুরবাগ, গাজীপুর/ বনানী, বগুড়া/ সোহবানবাগ. সাভার, ঢাকা।

৮। উপজেলা কৃষি অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সদর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, গাজীপুর/ জীবননগর ও সদর,

চুয়াডাঙ্গা/ সদর, মুন্সীগঞ্জ/ সদর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর/ সদর, ফরিদপুর/ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ গোদাগাড়ী, রাজশাহী/ পাচলাইশ, বাশখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম/ সোনাগাজী, ফেনী/ সদর, নাটোর/সদর, নরসিংদী/জৈন্তাপুর, সিলেট/সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ

৯ উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার/ আসাদগেট, ঢাকা/গুলশান, ঢাকা / হর্টিকালচার সেন্টার, ধানবাড়ী, টাংগাইল ।

১০ মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ি/ মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা ।

১১ নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী/ পোড়াবাড়ি, গাজীপুর ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা । (দৃঃ আঃ উপ সচিব , আইন অধিশাখা) ।

২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী) ।

৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী) ।

৪। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিসেস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ।

৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ।

৬। উপ-পরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা । টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী শিরোনামে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো ।

কবীর আহমেদ
উপপরিচালক (এলএসএস)
ফোনঃ ০১৭১৬৯৪০৩১১